বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

যোগাযোগ : বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বালিয়াপুকুর, রাজশাহী

টেলিফোন : ০৭২১-৭৭৫৮১৬, ০৭২১-৭৭৬২৮৩, ফ্যাক্স : ৮৮০-৭২১-৭৭৩৫৯২, ইমেইল : bsb.raj.bd@gmail.com, Web : www.bsb.gov.bd

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

১. পটভূমি

ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা প্রায় ৬.৫০ লক্ষ। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। জড়িত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুঃস্থ নারী।

গত ০৭/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১৩ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি পৃথক সংস্থা একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবী চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মহাপরিচালক করা হয়েছে। বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৪টি বিভাগ রয়েছে; যথাঃ- (১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগ, (২) অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, (৩) সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগ এবং (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগ। এ ছাড়াও গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসহ এমআইএস সেল, নিরীক্ষা শাখা, জনসংযোগ শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে ন্যাস্ত রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নুতন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন : দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ;

মিশন :

(ক) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
(খ) গবেষণালব্ধ উচ্চ ফলনসীল তুঁত ও রেশম কীটের জাত প্রবর্তন;
(গ) রেশম সেক্টরে দক্ষ ও কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(ঘ) কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ;
(ঙ) রেশম চাষ সম্প্রসারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মোটিভেশন ও তদারকি কাজ জোরদারকরণ।

৩. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক :

অফিস/স্থাপনার নাম	সংখ্যা	অবস্থান	কার্যক্রম
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়	১	রাজশাহী।	
জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার	২	চন্দ্রঘোনা (রাংগামাটি) ও সাঁকোয়া (পঞ্চগড়)।	
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫	রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, যশোর ও রাংগামাটি।	
জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭	ভোলাহাট, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কুমিল্লা, রাজবাড়ী।	
রেশম বীজাগার পি৩, পি২, পি১	১১	রাজশাহী,চাঁপাইনবাবগঞ্জ,ভোলাহাট, মীরগঞ্জ, ঈশ্বরদী, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, কোনাবাড়ী এবং ময়নামতি।	
তুঁতবাগান	৭	ব্রাক্ষনভিটা, ঠান্ডিরাম, সাদামহল, রন্নাই, সনকা, রেইচ্যা ও রুপসীপাড়া।	
গ্রেনেজ	২	ময়মনসিংহ ও ভোলাহাট।	
উপজেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৪০	বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত।	
রেশম সম্প্রসারণ পরিদর্শকের কার্যালয়	১৬৪	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
চাকী রিয়ারিং সেন্টার	২৭	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
রেশম পল্লী	২৩	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।	
মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১২	ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ (রাজশাহী), দৌলতপুর (কুষ্টিয়া), বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ), বড়বাড়ী (লালমনিরহাট), জয়পুরহাট, রানীসংকৈল (ঠাকুরগাঁও), কোনাবাড়ী (গাজীপুর), ঝিনাইদহ, চাটমোহর (পাবনা), ময়মনসিংহ ও লামা (বান্দরবান)।	
রেশম কারখানা	২	রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও। বর্তমানে রেশম কারখানা দু'টি সরকারী সিদ্ধান্তে বন্ধ অবস্থায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে ন্যাস্ত রয়েছে।	

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড.নজরুল আনোয়ার বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মশালায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রাণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব দিলীপ কুমার সাহা কর্তৃক ভাল কাজের স্বীকৃতি ক্রেস্ট প্রদান।

৪. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মূল কার্যক্রমঃ

১. রেশম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান;

২. গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও উহা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং বর্তমানে সংরক্ষিত ও ভবিষ্যতে সংগৃহিতব্য সকল রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

৩. তুঁত, ভেরেন্ডা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্ভিদের উন্নতজাতের চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবন;

৪. উন্নতজাতের সুস্থ পলুপোকার ডিম পালন, উদ্ভাবন ও বিতরণ;

৫. রেশম গুটি হইতে সুতা আহরণ এবং কাঁচা রেশমের মান উন্নত ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজনে সকল কাঁচা রেশম যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সিল্ক কন্ডিশনিং হাউস এর মাধ্যমে পরীক্ষা ও গ্রেডিং করার পর বাজারজাতকরণের বাধ্যবাধকতার গ্রহণ;

৬. চরকা রিলিং ও ফিলেচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান;

৭. কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন;

৮. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থনা;

৯. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্টদের ঋণদানের সুবিধাদি সৃষ্টি;

১০. ন্যায্যমূল্যে রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসহ রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সিল্ক রিলার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা;

১১. দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা;

১২. রেশম সামগ্রী রপ্তানী করিবার জন্য রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সিল্ক রিলার, রিয়ারার, স্পীনার, উইভার এবং প্রিন্টাদেরকে প্রশিক্ষণদানের সুবিধা সুজন;

১৩. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন;

১৪. কাঁচা রেশম, স্পান সিল্ক ও রেশম পণ্য উত্পাদনের জন্য মিল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫. সেস(cess) আদায়;

১৬. উপরিউক্ত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেই রূপ প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক হয় সেই রূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৭. সরকার কর্তৃক আরোপিত রেশম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহা-পরিচালক তুঁতচারা উত্তোলন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সমন্বিত প্রকল্পের আওতায় তুঁত ব্লক পরিদর্শন করছেন।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক চাষীর বাড়ীতে পলুপালন পরিদর্শন করছেন।

সম্প্রসারন এলাকায় বসনী কর্তৃক আইডিয়াল পল্লীর আর্দশ পলুঘরে পলুপালন

বসনী কর্তৃক পলুপালন শেষে চন্দকীতে রেশমগুটি তৈরি

বীজাগারে মাইক্রোস্কোপে রেশম পোকার ডিম পরীক্ষা।

একজন সফল রেশম চাষী।

সরকারী পর্যায়ে মিনিফিলেচারে রিলিং মেশিনে রেশম সুতা উৎপাদন

সমন্বিত প্রকল্পের আওতায় ভোলাহাট এলাকায় চাষীদের মাঝে মহাপরিচালক কর্তৃক তুঁতচারা রোপন সহায়তা অর্থের চেক হস্তান্তর।

৫.প্রশিক্ষণঃ

৫.১.মানব সম্পদ প্রশিক্ষণঃ- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা- ৩ টি অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা- ১২৩৫ জন। তুঁতচারা ও উৎপাদন ও পরিচর্যা- ৭০০ জন,পলুপালন- ৫২৫ জন ও রিলিং- ১০ জন এবং অন্যান্য প্রশিক্ষন ১৪৯জন, সর্বমোট - ১৩৮৪ জন।

৫.২.ইন-হাউজ প্রশিক্ষণঃ- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৭টি বিষয়ে মোট ৩৫৪ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক তালিকাঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণের বিবরণ	সময়	সংখ্যা	মন্তব্য
১।	অর্গানাইজেশন এডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত	১ দিন	২ জন	
২।	APA সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ দিন	৪৬ জন	
৩।	ইজিপিতে ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ দিন	৬ জন	
৪।	ইজিপি সিস্টেম এর উপর পি,এ দের প্রশিক্ষণ	৩ দিন	৫ জন	
৫।	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ দিন	৪ জন	
৬।	APA , সিটিজেন চার্টার, শুদ্ধাচার কৌশল তথ্য-অধিকার আইন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ দিন	৯৩ জন	
৭।	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ দিন	৯৮ জন	
৮।	ইজিপি সিস্টেম এর উপর পি,এ দের প্রশিক্ষণ	২ দিন	৫ জন	
৯।	ইজিপি সিস্টেম এর উপর পি,এ দের প্রশিক্ষণ	১ দিন	৫ জন	
১০।	পত্র নোট লিখন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ দিন	৭৯ জন	
১১।	iBAS + + বাজেট প্রণয়ন	১ দিন	২ জন	
১২।	উদ্ভাবনী বিষয়ক প্রকল্প ডিজাইন	১ দিন	৩ জন	
১৩।	উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ডিজাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ দিন	৩ জন	
১৪।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১১ দিন	১ জন	
১৫।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০ দিন	১ জন	
১৬।	ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ	৪ দিন	৩ জন	
১৭।	আচরণ বিধিমালা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ দিন	৭৪ জন	
১৮।	অফিস ব্যবস্থাপনা	৫ দিন	১৫ জন	
১৯।	ই-ফাইলিং বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১ দিন	৬২ জন	
২০।	তুঁত চারা উত্তোলন ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ দিন (৩২টি ব্যাচ)	৭০০ জন	
২১।	পলু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০ দিন (২১টি ব্যাচ)	৫২৫ জন	
২২।	রিলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০ দিন (০১টি ব্যাচ)	১০ জন	
	সর্বমোট		**১,৭৩৮ জন**	

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মশালায় প্রশিক্ষন প্রদান করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব দিলীপ কুমার সাহা।

রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আচরণ ও শৃংখলা বিধির উপর ইন হাইজ প্রশিক্ষন প্রদান করছেন।

৬.মামলার তথ্যঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্য (জুলাই/২০১৬ হতেজুন/২০১৭ পর্যন্ত)

মোট মামলার সংখ্যা	বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তি সরকার		বছর শেষে অনিষ্পত্তি মামলা
		পক্ষে	বিপক্ষে	
১	২	৩	৪	৫
২৯ টি	০২ টি	-	০২ টি	২৭ টি

৭. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য(০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড , রাজশাহী।	১৬ টি	১.৮১	৩৩ টি	২	--	১৪ টি	১.৮১

উন্নয়ন মেলা-২০১৭ সালে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের স্টল।

উন্নয়ন মেলা-২০১৭ সালে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের স্টল।

৮. বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদঃ

২০১৩ সালের ১৩নং আইনের (৬) ধারাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছেঃ-

ক)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	:	চেয়ারম্যান
খ)	জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য	:	জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান
গ)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব	:	ভাইস চেয়ারম্যান
ঘ)	রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার	:	সদস্য
ঙ)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
চ)	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
ছ)	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
জ)	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যার একজন কর্মকর্তা	:	সদস্য
ঝ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	:	সদস্য-সচিব
ঞ)	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ হতে যথাক্রমে ১জন করে মোট ২জন অধ্যাপক (একজন সদস্য মহিলা হবেন)	:	সদস্য
ট)	সরকার কর্তৃক মনোনীত রেশম পোকা পালনকারী, রেশম সুতা উৎপাদনকারী ও রেশম পণ্য ব্যবসায়ীগণের মধ্য হতে সর্বমোট ৩জন প্রতিনিধি(একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন)।	:	সদস্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,রাজশাহী এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

৯. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের জনবল কাঠামো:

একীভূত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো চুড়ান্ত অনুমোদনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একীভূত তিনটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান জনবলের সার্বিক চিত্র নিম্নরূপঃ

সংস্থার নাম	একীভূত তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	একীভূত প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।	বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।	৫৩১	২৫১	২৮০	৪৭০
	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট।	১২৭	৬০	৬৭	১০২
	বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন।	৩৯	১৪	২৫	২৫
	সর্বমোট	**৬৯৭**	**৩৫৪**	**৩৪৩**	**৫৯৭**

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান ৬৯৭ সংখ্যক পদের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অস্থায়ীভাবে ৬৫৮ টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। উক্ত ৬৫৮ সংখ্যক পদের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৯৭ সংখ্যক পদের সম্মতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের এই ৫৯৭ সংখ্যক পদের বেতন নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. আইন,বিধি, নীতি, নির্দেশনা (সংস্কার কার্যক্রম) প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন/২০১৩ এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোসহ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ও নিয়োগ তফসিল প্রণয়নের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১১. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষনাবেক্ষন	৩৮০ বিঘা
২.	তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপন	৩.২৫ লক্ষটি
৩.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.০৭২১৫ লক্ষ কেজি
৪.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন	৪.৩৩৮ লক্ষটি
৫.	রেশম গুটি উৎপাদন	১.২৩ লক্ষ কেজি
৬.	রেশম সুতা উৎপাদন	৭৭০.৪৬৯ কেজি
৭.	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	১২৩৫ জন
৮.	চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলু পালন করে পলু পালনকারীদের বিতরণ	১.৫০ লক্ষ টি ডিমের
৯.	আইডিয়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের পলু পালন সরঞ্জমাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে	৬,০০০ টি ডালা, ৬,০০০টি চন্দ্রকী, ২৭৭টি ঘড়াকাঠি।
১০.	ভবন মেরামত - ৯টি স্পিনিং সেড নির্মাণ - ৩টি সীমানা প্রাচীর ও মাটি ভরাট	১৫৩৫.০০ বর্গ মিঃ ৩৮০.০০ বর্গ মিঃ ২৩০.০০ বর্গ মিঃ

চরকায় সুতা কাটা

সরকারী পর্যায়ে মিনিফিলেচারে রিলিং মেশিনে উৎপাদিত কাঁচা রেশম শুকানো হচ্ছে

১২. বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের প্রকল্প	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
(১) 'বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা' (জুলাই, ১৩ হতে জুন,১৮ পর্যন্ত)। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৮৬.০০ লক্ষ টাকা	৯০০.০০ লক্ষ টাকা। (নয় শত দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)।	৮৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা। (আট শত সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ তিন লক্ষ টাকা)।	৯৪.১৭%।
(২) পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২০১৩-২০১৭), প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা। (পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য লক্ষ টাকা)।	৩৪.৮১ লক্ষ টাকা। চৌত্রিশ দশমিক আট এক লক্ষ টাকা)।	৯৯.৪৫%

১৩. নতুন প্রকল্প গ্রহণঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৫০.০০ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
২.	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
৩.	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই'২০১৮-জুন'২০২৩	৪৯৮০.০০	প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৫.	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় চত্বরে এল টাইপের মার্কেট নির্মাণ।	জুলাই'২০১৭-জুন'২০১৯	১৩২৪.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্পটি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	

১৪. অভিযোগ প্রতিকারঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের দূর্নীতি ও অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নাই।

১৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ:

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন ডিডি ও এডি অফিসের ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৯-০৬-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সমন্বিত প্রকল্পের অর্থায়নে ভোলাহাট, মীরগঞ্জ, ঈশ্বরদী বীজাগারে স্পিনিং সেড নির্মান।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (বিএসডিবি)র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ এর জুন/১৭ পর্যন্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তি বছর (Base Year) ২০১৪-১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target /Criteria Value for FY 2016-17)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন./১৭ পর্যন্ত	সাধারণ স্কোর	নির্ধারিত স্কোর
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১। রেশম চাষ সম্প্রসারণে সহযোগিতা জোরদারকরণ	১.১ তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	১.১.১ উৎপাদিত ও বিতরনকৃত তুঁত চারা	লক্ষ	১৫	৩.০০	৪.৫০	৩.২৫	৩.০০	২.৬০	২.৩০	২.০০	**৩.২৫**	**১০০%**	১৫%
	১.২ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১.২.১ উৎপাদিত ও বিতরণরকৃত রেশম ডিম	লক্ষ	১৫	৩.৬১	৩.৬০	৪.০০	৩.৮০	৩.৫০	৩.০০	২.৫০	**৪.৩৪**	**১০০%**	**১৫%**
	১.৩ রেশম গুটি উৎপাদন	১.৩.১ উৎপাদিত রেশম গুটি	লক্ষ কেজি	১০	১.২০	১.৪৪	১.৬০	১.৩০	১.২০	১.১০	১.০০	**১.২৩**	**৮০%**	৮%
	১.৪ মিনিফিলেচার কেন্দ্রে রেশম সুতা উৎপাদন	১.৪.১ উৎপাদিত রেশম সুতা	কেজি	১০	৩১৬৬	১১৫০	১২০০	১০৩৫	৯২০	৮০৫	৬৯০	৮৪৭.০০	৭০%	৭%
২। মানব সম্পদ উন্নয়ন	২.১ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি	২.১.১ প্রশিক্ষিত রেশম চাষী (তুঁত চাষ)	সংখ্যা	১০	৫০	৪৫০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৩০	৩০০	৮২৫ জন	১০০%	১০%
		২.১.২ প্রশিক্ষিত রেশম চাষী (পলুপালন)	সংখ্যা	৫	৫০	৬৭৫	৬৭৫	৬০০	৬৬০	৫৫০	৪০০	৪০০ জন	১০০%	৫%
		২.১.৩ প্রশিক্ষিত রেশম চাষী (রিলিং)	সংখ্যা	৫	১০	৩০	৬০	৫০	৪০	৩৫	৩০	১০ জন	১০০%	৫%
৩। সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩.১ বীজাগার ও নার্সারী সমূহের মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ	৩.১.১ সংস্কারকৃত/ মেরামতকৃত ভবন	বর্গ মিঃ	৪	৩০০	১১৬১	১০৫০.০০	৯০০	৮৫০	৭০০	৬০০	১০৫০	১০০%	৪%
	৩.২ নতুন ভবন ও সীমানা প্রাচীর নির্মান	৩.২.১ নির্মিত পলুঘর	বর্গ মিঃ	৩	১.২০	৬০৫.৮৪	৩৮০.০০	৩০০.০	২৮০.০০	২৫০.০০	২২০.০০	৩৮০	১০০%	৩%
		৩.২.২ নির্মিত সীমানা প্রাচীর সহ চাকী সেন্টার	বর্গ মিঃ	৩	৩১৬৬	৩৯০.০০	২৩০.০০	২০০.০	১৮০.০০	১৫০.০০	১৩০.০০	২৩০	১০০%	৩%
				৮০									**৮০%**	৭৫%

১৬. উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন (ইনোভেশন):

ইনোভেশনঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরীক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও সেগুলোর চর্চা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে ইনোভেশন টীম গঠণ করা হয়েছে । বোর্ড থেকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারনা উদ্ভাবন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেলে প্রেরণ করা হয়।বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ২টি ইনোভেশন প্রস্তাব (১) এসএমএস এর মাধ্যমে চাষী/বসনীদের কারিগরী পরামর্শ প্রদান। এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (২) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে রেশম গুটির মূল্য পরিশোধ উদ্যোগটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও তুঁতচাষী ও পলুপালনকারীদের মোবাইল ফোনে পরামর্শ দান শীর্ষক ইনোভেশন প্রস্তাবটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উত্তম চর্চাসমূহঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উত্তম চর্চা, সদাচার ও উদ্ভাবন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাসিক ষ্টাফ কো-অডিনেশন ও সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে অনুপ্রাণীত করা হয়ে থাকে । অফিসের বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করে সকলের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে । অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে নিয়মিত অডিট সেল সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে । দীর্ঘ দিনের মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে । কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়ে থাকে । সুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অত্র বোর্ডে নৈতিকতা কমিটি গঠণ করা হয়েছে । তথ্য প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বোর্ডে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে । তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিজস্ব ওয়েব সাইটে সকল প্রকার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১৭. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ডিজিটাল কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে মোট ৭০ টি কম্পিউটার রয়েছে । বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের www.bsb.gov.bd নামে নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল রয়েছে এবং তা নিয়মিত আপডেট করা হয় । ওয়েব পোর্টাল তথ্যবহুল ও আকর্ষনীয় করার লক্ষ্যে এ,টু,আই এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । উক্ত পোর্টালে মতামত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বোর্ডের কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাগণের পদবী অনুযায়ী ওয়েবমেইল চালু করা হয়েছে । বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ৫টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় ও ০৭টি জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে । মাঠ পর্যায়ের উপজেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এবং রেশম বীজাগারে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন । বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ১৭/১০/২০১৬ তারিখ থেকে ই-প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) চালু করেছে এবং সে অনুযায়ী ০৭টি ই-জিপিতে টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র বোর্ডের www.facebook.com/bsdbmotj নামে ফেইসবুক পেজ চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে নাগরিক মতামত প্রদান /পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

১৮.চ্যালেঞ্জ/সমস্যাবলীঃ

- বিদেশী রেশম সূতা ও বস্ত্রের আমদানী শুল্ক কম হওয়ায় আমদানী বৃদ্ধিতে দেশী সূতার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে । ফলে চাষীরা গুটি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।
- উৎপাদিত গুটি ও সুতার বাজারজাত করণের সমস্যা রয়েছে
- রেশম চাষীগন প্রান্তিক ও ভুমিহীন । তাদের মুলধনের অভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা অপ্রতুল;
- রেশম কারখানা বন্ধ ঘোষনা;
- রেশমের কার্যক্রম প্রকল্প নির্ভর;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব ।
- জনবল সংকট।

সমস্যা-সমাধানে সুনির্দিষ্ট সুপারিশঃ

১) বীজাগারের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে অর্ন্তভূক্তিকরণঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। রেশম চাষ একটি ধারাবাহিক সুক্ষ্ম কারিগরী প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ১০টি রেশম বীজাগারের মাধ্যমে উন্নত মানের রেশম ডিম ও তুঁতচারা উৎপাদন করে সম্প্রসারণ এলাকার তুঁতচাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। দেশব্যাপী রেশম চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রেশম বীজাগারসমূহ অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। রেশম বীজাগারসমূহের কর্মকান্ড উন্নয়ন প্রকল্প নির্ভর। রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে রেশম চাষের মত ধারাবাহিক কার্যক্রম চালু রাখা ব্যাহত হয়। ফলে রেশম চাষীদের নিকট রেশম ডিম এবং তুঁতচারা বিতরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ১০টি রেশম বীজাগারের ধারাবাহিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছভাবে চালু রাখার স্বার্থে বীজাগারসমূহের ব্যয় বরাদ্দ সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা আবশ্যক।

২) জনবল নিয়োগঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন না হওয়ায় শূণ্যপদে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারনে জনবল সল্পতার জন্য রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়নের জন্য শুন্য পদগুলি জরুরী ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন । এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা একান্তভাবে অবশ্যক। এ জন্য দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা অনুমোদ নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩) বন্ধ রেশম কারখানা চালুকরণঃ

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে ২টি রেশম কারখানা রয়েছে এর একটি রাজশাহীতে ও অন্যটি ঠাকুরগাঁও এ অবস্থিত। মূলত ২০০২ সালে রেশম কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে রেশম সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব পরে। অধিকাংশ চাষী/বসনী বিপনণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকার কারণে এ চাষ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে মডেল হিসেবে রাজশাহী রেশম কারখানা চালু করা হলে এ সেক্টরে পুনরায় গতি সঞ্চারিত হবে। তাই রেশম শিল্পের বিকাশের স্বার্থে স্বল্প পরিসরে হলেও কারখানা চালু করা প্রয়োজন। এটি বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে ন্যাস্ত রয়েছে। সেখান থেকে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করে চালু করণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

১৯. স্বল্প মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা (৩ বছর মেয়াদি) (২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০)

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	সময়সীমা
১.	তুঁতচারা উৎপাদন (সংখ্যা)	১১.২৫ লক্ষ	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
২.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন(সংখ্যা	১৬.৪০ লক্ষ	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৩.	রেশম গুটি উৎপাদন	৬৫৬ মেঃ টন	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৪.	রেশম গুটি ক্রয় (সরকারী ভাবে) (চাষীদের প্রনোদনা দেয়ার নিমিত্তে ক্রয় সহায়তা)	৫০ মেঃ টন	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৫.	রেশম সুতা উৎপাদন	৬০ মেঃ টন	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৬.	তুঁত পাতার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি(প্রতি হেক্টর প্রতি বছর)।	৩০-৪০ মেঃ টন থেকে ৪০-৪৫মেঃ টনে উন্নীতকরণ	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৭.	রেশম গুটির উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি	প্রতি ১০০ কেজি রোগমুক্ত ডিম থেকে রেশম গুটির উৎপাদন ৪০-৫০ কেজি থেকে ৫০-৬০ কেজিতে উন্নীতকরণ।	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৮.	রেনডিটার মান উন্নয়ন	১২-১৪ থেকে ১০-১২ তে উন্নীতকরণ	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
৯.	জার্মপ্লাজম ব্যাঙ্কের তুঁতজাত ও রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন ও সংরক্ষন	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৬৬ টি তুঁতজাত ও ৯০টি রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন ও সংরক্ষন	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
১০.	দক্ষ ও কারিগরী জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	৪১১৫ জন	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০
১১.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬.০০ লক্ষ হতে ৬.৫০ লক্ষে উন্নীতকরণ।	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০